সংবাদ পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

করাত ২০/১১১

অন্ধ্রপ্রদেশে জঙ্গলের পরিমাণ ভীষণ কমে গেছে। বড় বড় জঙ্গলগুলো কমে কমে এদিক ওদিক ছোট ছোট বন হয়ে যাচ্ছে। একটা করে দশক যাচ্ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলও কমে যাচ্ছে। গত আট দশকে এই পরিমাণ কমে ৪৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার একটা সমীক্ষা করে দেখেছে, ১৯৩০ সালের ৮৫,৩৯২ বর্গ কিলোমিটার থেকে ২০১১ সালে অন্ধ্রে বনাঞ্চলের আয়তন এসে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৫২৩ বর্গ কিলোমিটারে। এই খবরটা পাওয়া গেছে ডব্লুডব্লুডব্লু.ডেকান ক্রনিকল.কম থেকে।

পবিত্র উত্তর ২০/১১২

২০১৮ সালের ভেতর কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা পরিষ্কার করে দেবে। এইজন্য সরকার গঙ্গার তীর ধরে ৮০টা সিয়ুইজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বানাচ্ছে। যাতে দূষিত জল গঙ্গায় না যায়। সরকার এইসব কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে। সুপ্রিম কোর্ট এইসব সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল। এই কথাগুলো সূত্রে ডব্লুডব্লুডব্লু.টাইমসো ইন্ডিয়া.ইন্ডিয়াটাইমস.কম-এ।

ডোরাকাঁটা ২০/১১৩

ভারতে গত বছর অনেক বাঘ মারা গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে মারা গেছে মোট ৬৪টা বাঘ। এর ভেতর তামিলনাড়ুতে মারা গেছে সব চেয়ে বেশি। তামিলনাড়ুতে মারা গেছে ১৫টা। তারপর আছে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে মারা গেছে ১৪টা। মধ্যপ্রদেশের টাইগার রিজার্ভগুলোয় অনেক বাঘ ছিল। এখন ওখানকার রিজার্ভগুলো বেশ ফাঁকা ফাঁকা, অনেক বাঘ আর নেই। খবরটা এল ডব্লুডব্লুডব্লু.ডেকান ক্রনিকল.কম থেকে।

হয় নাকি ? ২০/১১৪

নারকেলের ছোবড়া থেকে বিদ্যুৎ বানিয়ে আলো জ্বালানো হচ্ছে। এই কাজটা হচ্ছে মুম্বইতে। মুম্বইয়ের নভি মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর টেরি এই কাজটা করছে। খবরটা সূত্রে ডব্লুডব্লুডব্লু.টাইমসোফিইন্ডিয়া.ইন্ডিয়াটাইমস.কম এ।

এনার্জেটিক চিন ২০/১১৫

চিন সরকার আগে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি কেনার জন্য ভরতুকি দিচ্ছিল। এই ভরতুকি ২০১৫ অব্দি দেওয়ার কথা ছিল। এইবার এই

সময়টা বাড়িয়ে সরকার তাকে ২০২০ অব্দি করল। চিনে এই গাড়িগুলোর নাম হয়েছে এনার্জি-গ্রিন ভিইকল। চিন সরকারের এইরকম করে গাড়িতে ভরতুকি দেওয়ার নানা কারণের মধ্যে একটা হল চিনে দূষণ কমানো। ডব্লুডব্লুডব্লু.রয়টার্স.কম-এ খবরটা দেওয়া আছে।

বায়ুরোগ

২০/১১৬

বায়ু-দূষণের কারণে পৃথিবীতে বছরে ৪ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে বলে গবেষকরা বলছেন। প্রতিটা দেশকে গবেষকরা এই বিষয়টায় নজর দিতে বলছেন। বায়ু-দূষণ থেকে হৃদযন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। ইউরোপীয়ান হার্ট জার্নালে বেরোনো একটা লেখায় আছে, খারাপ বায়ু হৃদযন্ত্রের নানা রোগের কারণ। গবেষকরা বলছেন, বায়ু দূষণে খালি খারাপ হৃদযন্ত্রের অবস্থা আরো খারাপ হয় না, সুস্থ মানুষের ভালো হৃদযন্ত্রও বিকল হতে শুরু করে। এইসব জানতে পারলাম ডব্লুডব্লুডব্লু.ইএনএন.কম থেকে।

স্পটল্যান্ড

২০/১১৭

স্কটল্যান্ডে ভয়ানক বায়ু-দূষণ হচ্ছে। স্কটল্যান্ড ইউরোপিয়ান এয়ার কোয়ালিটি-র মান থেকে অনেক নীচে নেমেছে। ওখানে প্রধান প্রধান শহরের বাতাসে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও পার্টিকুলেট ম্যাটার বিপজ্জনক হারে বেড়েছে। পার্টিকুলেট ম্যাটার মানে দূষিত তরল ও কঠিন কণা। ফলে ওখানে জনস্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। বিশারদরা বলছেন, স্কটল্যান্ডে বছরে এর জন্য ২০০০ মানুষ মারা যাচ্ছে। স্কটল্যান্ড সরকার এই নিয়ে খুব লড়ছে, কিন্তু খুব একটা কিছু করে উঠতে পারছে না। এখন স্কটিশ সরকার ভাবছে এই নিয়ে আলোচনা করে দূষণ নিয়ে একটা মাপকাঠি বানাবে। তারপর কিছু গাড়ি বাতিলও করবে। এই নিয়ে সমীক্ষাটা করেছে ফ্রেন্ডজ অব দি আর্থ নামের একটা সংগঠন। ডব্লুডব্লুডব্লু ইনডিপেডেন্ড ডট কম থেকে খবরটা এসেছে।

ষড়কারি ?

২০/১১৮

উত্তরাখন্ড সরকার একটা অদ্ভুত ব্যাপার করছে। কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গাকে বাঁচাবার জন্য গোমুখ থেকে উত্তরাকাশী অব্দি স্পর্শকাতর অঞ্চল বা ইকো-সেনসিটিভ জোন বলে ঘোষণা করেছিল। উত্তরাখন্ড সরকার বলছে এই ঘোষণা তুলে নিতে। উত্তরাখন্ড সরকার এই ঘোষণাকে উন্নয়নের পরিপন্থী বলছে। তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে এই ঘোষণা বাতিল করার আবেদন করছে। এই জোনটায় কাজ করায় নিষেধ থাকলে ১৬টা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বানানো যাবে না, খনি করা যাবে না, গাছ কাটা যাবে না আর কারখানা করে দূষণ করা যাবে না। উত্তরখন্ড সরকার বলছে, এই নিষেধ রাজ্যবাসীরাও মানছে না। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজ্যবাসীরা এই নিষেধের গুরুত্ব বুঝছে না।

সিংহের দেশ !

২০/১১৯

গুজরাট সরকার বলে দিয়েছে ওই রাজ্য জিনবদল ঘটিত খাদ্যশস্য চাষ করা যাবে না। খালি তুলো করা যেতে পারে। তারা বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার জিনশস্য চাষের অনুমতি দিতে পারে, কিন্তু কৃষি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারটা রাজ্যের। রাজ্য সরকারই ঠিক করবে সেই রাজ্যে কী চাষ হবে বা হবে না। গুজরাট সরকার আরো বলছে, জিন খাদ্যশস্য চাষ করতে দিয়ে তারা গুজরাটের প্রকৃতি-পরিবেশ বা নাগরিকের স্বাস্থ্য কোনো কিছুকেই ঝুঁকির ভেতর ফেলতে পারে না।

কেরলে কালাপাহাড়ি !

২০/১২০

কেরলে আভোলিমালা পাহাড়ে আইন ভেঙে খনি থেকে গ্রানাইট তোলা হচ্ছে। এই অভিযোগটা করেছে মনিমালয়ার প্রোটেকশন কাউন্সিল। এই গ্রানাইট তোলা বন্ধ করা নিয়ে কেরল হাইকোর্টের একটা আদেশনামা আছে। এই কাউন্সিল অভিযোগ করছে যে, কোট্টাঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা প্রশাসন, বনবিভাগ,রাজ্য খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই আদেশনামা মানছে না।

ওদিকে সরকারি বিভাগগুলোও কাউন্সিলের অভিযোগ মানছে না। তারা বলছে তাদের বিভাগ গ্রানাইট তোলার অনুমতি দেয়নি, তারা আদালতের আদেশ অমান্য করেনি। এই আভোলিমালা পাহাড়টার গায়ে পোন্থানপুজা জঙ্গল। গ্রানাইট পাওয়ার জন্য ওখানে শব্দ করে পাথর ফাটাতে হচ্ছে, জঙ্গল থেকে গ্রানাইট খনির দূরত্বের ব্যবধানও থাকছে না।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

RAINY DAYS

২০/১২১

বারাসতে একটা স্কুলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার কাজ হয়েছে। এই স্কুলটার নাম শিউলি বালিকা বিদ্যালয়। এইজন্য টাকা দিয়েছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স আর কারিগরি সাহায্য দিয়েছে মল্লারপুর উথনাও বলে বীরভূমের একটা সংগঠন। এই জলটা ধরে রাখা হচ্ছে স্কুলের ছাদে। এই কাজটা ওখানে হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে। জল রাখা গেছে ২০,০০০ লিটার। এই জলটা পরে বালি, কয়লা ও নুড়ি দিয়ে ছেঁকে পুরো পানীয় জল করে নেওয়া হচ্ছে। এই অঞ্চলটায় আর্সেনিক আছে। তাই এই জল ধরে রেখে উপকার হচ্ছে। স্কুলটা আরো জল ধরে রাখবে বলে ঠিক করেছে। এই জন্য স্কুল জায়গাও বাড়িয়ে নিচ্ছে।

দোটানায় স্পেন

২০/১২২

স্পেনের ডোনান্না ন্যাশনাল পার্ক-এর সামনে এক বড় বিপদ এসেছে। ওই পার্কটায় স্পেনের গ্যাস কোম্পানি গ্যাস ন্যাচারাল-ফেনোসা গ্যাস তুলবে ঠিক করেছে। তাই তারা বলছে ওখানে পাইপ বসাবে, ওই পার্কের নীচে স্থায়ী তেল রাখার জায়গা করবে। এই পার্কটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর ভেতর ফেলেছে। এই পার্কটার জলাভূমিতে প্রতি বছর ৬ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি আসে। যার ভেতর বিপন্ন সাইবেরিয়ান লিংকস ও ইম্পিরিয়াল ইগলও আছে।

এইদিকে এই পার্কটার তেল তোলার অনুমতি দিলে, এখানকার মাটির নিচের জল দূষিত হবে। গ্যাস রাখার জায়গা থেকে গ্যাস চুঁইয়ে বেরিয়ে এলে বিস্ফোরণ হতে পারে। আর গ্যাস তোলার ফলে ভূমিকম্পও বাড়তে পারে। এখানে তেল তোলার আগে পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে সবার আগে ভাবা উচিত।

এদিকে এই জায়গাটায় এই কোম্পানিকে তেল তোলার অনুমতি দেওয়ার পক্ষে স্পেন সরকারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতাও আছে।

খোদার ঘরে

২০/১২৩

নিউ ইয়র্কে শেল পাথর ফাটিয়ে তেল তোলা নিষিদ্ধ হল। শেল একটা পাতলা নরম পাথর, যার ভেতর তেল থাকে। নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ দিকে এইরকম পাথর জমা অনেকটা জায়গা আছে। তেল তুলতে গিয়ে জল, বালি আর রাসায়নিক দিয়ে এই পাথর জোরে চাপ দিয়ে ফাটানো হয়। এই ফাটানো এবার বন্ধ করা হল।

এই সরকারি সিদ্ধান্তটা হল মার্কিন পরিবেশ-রক্ষা বিভাগের ৬ বছরের টানা আলোচনার পর। রিপোর্টে ফাটিয়ে তেল তোলার ফলে দেদার মিথেন বেরোনো, উদ্বায়ী জৈব রাসায়নিক বেরোনো, কণা-দূষণ ও মাটির নীচের জল দূষণের পাশাপাশি, চামড়ায় ফুসকুড়ি বা চুলকানি, বমিভাব, তলপেটে ব্যথা, শ্বাস কষ্ট বা কফ হওয়া, নাক দিয়ে রক্তপড়া, উৎকণ্ঠা বাড়া, মাথাব্যথা, মাথা ধরা, চোখ ও ঠোঁট জ্বালা করা ইত্যাদি লক্ষণ মানুষ ও পশুর ভেতর লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কা কলি

২০/১২৪

১০টা পাখি থাকার জঙ্গল শেষ হওয়ার মুখে। এই কথাটা বলেছে ইংল্যান্ডের বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল আর মুম্বই-এর ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি। এই জঙ্গলগুলোর ভেতর আছে, ফ্লেমিঙ্গো সিটি কচ্ছ গুজরাট, দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড স্যাংকচুয়ারি সোলাপুর-আহমেদনগর মহারাষ্ট্র, করেরা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারি শিবপুর মধ্যপ্রদেশ, রনেবেনুর হাভেরি কর্নাটক, সেউরি-মহুল ক্রিক মুম্বই, সৈলানা খারমর স্যাংকচুয়ারি রতলাম মধ্যপ্রদেশ, বাসাই গুরগাঁও হরিয়ানা আর সর্দারপুর ফ্লোরিক্যান স্যাংকচুয়ারি মধ্যপ্রদেশ।

দখিনা বাতাস

২০/১২৫

কর্নাটকের হেসারাঘাট্টা গ্রাসল্যান্ড-এ উন্নয়নের নামে কোনো ইমারত নির্মাণ করা যাবে না। এই কথাটা বলেছে কর্নাটকের হাইকোর্ট। হোসারাঘাট্টায় একটা ফিল্ম সিটি বানানো হবে ঠিক হয়েছিল। তারপরে ঠিক হয়েছিল একটা রেসকোর্স করা হবে। এইসব দেখে, এইসবের বিরোধিতা করে কর্নাটক হাইকোর্টে একটা জনস্বার্থ মামলা করেছিল অরকাবতি কুমুদাবতি নদী পুনশ্চেতনা সমিতি। এই

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মামলার পর সরকার একটা তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল । কমিটিটা রাজ্য বন্যপ্রাণ পর্ষদ ও অন্য সরকারি বিভাগগুলোর সঙ্গে কথা বলে আদালতকে জানিয়েছিল। আদালত তারপর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে এখন ওখানে স্থিতাবস্থা বহাল হল, কিন্তু পরে কী হবে বলা যায় না ।

এমন একটা ঝিনুক...

২০/১২৬

সমুদ্রের কালো ঝিনুকের খোলা নরম হয়ে যাচ্ছে। ফলে ওই ঝিনুকের খোলা কয়েক দিন পর ভেঙে যাচ্ছে আর ঝিনুকটা মারা যাচ্ছে। এইরকমটা হচ্ছে বাতাসে ও তার থেকে সমুদ্রের জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ার জন্য। বিজ্ঞানীরা এই কথাটা বলছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন,কার্বন বাড়ার ফলে সমুদ্রের জলের অম্লত্ব বাড়ছে আর অম্লত্ব বাড়ার ফলে সমুদ্রের জলে খনিজ পদার্থ কম মিশছে। কিন্তু এই খনিজ পদার্থই ঝিনুকের খোলা শক্ত করে। গত এক দশক ধরে এই বিপদের কথা সবাই জানে ,কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা কিছু এখনো করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই।

নতুন | বই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

১/১৬ ডিমাই ।। হোয়াইটপ্রিন্ট।। ৪৫ পাতা ।। ৩০ টাকা ।।

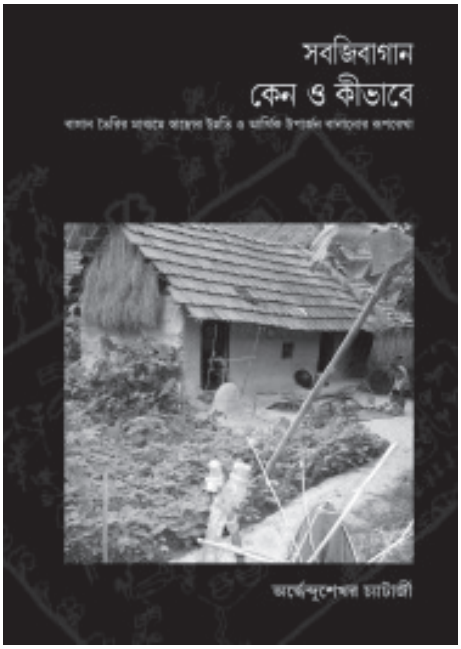

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু